যুগান্তর

তারিখ 26 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# ঘুষের টাকা ফেরতের দাবিতে জেলা শিক্ষা অফিসার ঘেরাও

**নড়াইল প্রতিনিধি**

ঘুষের টাকা ফেরত নয়তো ঘুষখোর শিক্ষা কর্মকর্তাকে তাঁদের হাতে তুলে দেয়ার দাবিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রায় ৫ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন শিক্ষক ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীসহ এলাকাবাসী। অন্যত্র বদলি হওয়া লোহাগড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুস্তাক আহমেদ ২০ মে শেষ কর্মদিবসের পরও স্টেশন ত্যাগ না করে এবং বদলি বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বদলি বাবদ ৭ সহকারী শিক্ষকের কাছ থেকে ১ লাখ ৮২ হাজার

ঘেরাও : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

## ঘেরাও : শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকা নিয়েও কোন কাজ না করে এবং বেশি টাকা নিয়ে রোববার সন্ধ্যায় অফিসে বসে পেছনের তারিখে অন্য ৫ শিক্ষকের বদলির কাগজপত্র ঠিকঠাক করে অফিস থেকে বের হওয়ার সময় ভুক্তভোগী শিক্ষকরা তাকে ধরে নিয়ে যান লোহাগড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউএনও'র কাছে। শিক্ষকদের অভিযোগ শুনে চেয়ারম্যান সিকদার হাসান রুনু ও ইউএনও রেজাউল করিম অভিযোগের শুনানির জন্য সোমবার সকালে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নিয়ে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুস্তাক আহমেদ সেখানে হাজির না হওয়ায় শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতাকর্মীসহ এলাকাবাসী। তারা ঘুষের টাকা ফেরত কিংবা অভিযুক্ত মুস্তাক আহমেদকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার দাবিতে উপস্থিত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সমাদ্দারকে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখেন। এ সময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউএনও রেজাউল করিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খবর পেয়ে স্থানীয় সাংসদ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এসকে আবু বাকের ঘটনাস্থলে যান এবং অভিযোগ শুনে টেলিফোনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামলকান্তি ঘোষের সঙ্গে কথা বলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।